চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক (প্রনিয়ন্ত্রণ ও অবলোপন) আইন, ১৯৭০

সংশোধন, ১৯৮৬ ও ২০০৪

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের কাজে নানারকম সমস্যা রয়েছে। এই ধরণের কাজের ক্ষেত্রের বিলোপসাধনের বিষয়টি সরকার খুবই গুরুত্ব সহকারে ভেবেছিলেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের সমস্যাগুলিকে মাথায় রেখে কয়েকটি সুপারিশ করেছিলেন, যার মধ্যে অন্যতম হল - চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রথার অবলুপ্তি ঘটানো এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের পরিষেবা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো। এই বিষয়টি বিভিন্ন ত্রিপাক্ষিক কমিটিতে আলোচিত হয়েছিল, যেগুলিতে রাজ্য সরকারগুলির প্রতিনিধিত্ব ছিল। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের বিষয়টিতে এই মর্মে সবাই সাধারণভাবে ঐক্যমত হয়েছিলেন যে, যেখানে যেখানে সম্ভব এবং এই নিয়ম যে সব ক্ষেত্রে কার্যকর করা যাবে সেখানে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রথা অবলোপ করতে হবে। আর যে সব জায়গায় এই প্রথার কোনভাবেই বিলোপ ঘটানো যাবে না, সে সব জায়গায় শ্রমিকদের কাজের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে তারা ঠিকঠাক বেতন পান তা দেখতে হবে। এবং তাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখতে হবে। পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ সমূহ এবং ত্রিপাক্ষিক কমিটিগুলির ঐক্যমত প্রয়োগ করতে পার্লামেন্টে (লোকসভা ও রাজ্যসভা, উভয় কক্ষে) চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক (প্রনিয়ন্ত্রণ ও অবলোপন) বিল উত্থাপন করা হয়েছিল। পরে এটি আইনে পরিণত হয়। ১৯৭১ সালে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক (প্রনিয়ন্ত্রণ ও অবলোপন) সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় নিয়মাবলী তৈরী হয়।

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের মধ্যে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা খুবই বেশি। তাই এই আইনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষের সঙ্গে মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মাবলীর অংশগুলি আলোচনা করা হলঃ

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক বলতে কী বোঝায়

- একজন কর্মী তখনই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে গণ্য হবে, যখন কোন সংস্থায় কাজের জন্য তাকে কোন ঠিকাদার ভাড়া করেছে এবং সেই সংস্থার প্রধান নিয়োজক এ বিষয়টি জানতেও পারেন, নাও জানতে পারেন।
- কোন সংস্থার ঠিকাদার মানে হল সেই ব্যক্তি যিনি (ভাড়া করা শ্রমিকদের মাধ্যমে) সেই সংস্থার কোন সম্পূর্ণাঙ্গিক উৎপাদনের দায়িত্ব বহন করছেন অথবা যিনি কোন কাজের জন্য ভাড়া করা শ্রমিক সেই সংস্থায় সরবরাহ করছেন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র যারা কোন সংস্থায় জিনিস সরবরাহ করেন, তাদের ঠিকাদার হিসাবে ধরা হবে না। তবে যারা সাব ঠিকাদার হিসাবে কাজ করেন, তাঁরাও এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত।

নথিভুক্ত করণের জন্য আধিকারিকদের নিযুক্তি ঃ

- যে ক্ষেত্রে যে সরকারের অধিকার রয়েছে আধিকারিক নিযুক্ত করার, সেই সরকার সরকারী বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নির্দেশ জারি করতে পারেন।

ক) সরকারী কোন গেজেটেড আধিকারিক, যিনি এই বিষয়ের কাজ সামলানোর জন্য উপযুক্ত, তিনিই নথিভুক্তিকরণ আধিকারিক হিসাবে নিযুক্ত হবেন।

খ) এই আইনের অধীনে ঐ নথিভুক্তিকরণ আধিকারিক কতটা ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন, তার পরিধিও সরকার নির্ধারণ করে দেবেন।

এই ধরণের সংস্থার নথিভুক্তিকরণ

- এই আইন যে সব সংস্থা বা কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেইসব সংস্থা বা কোম্পানির মুখ্য নিয়োজককে নথিভুক্তিকরণ আধিকারিকের কাছে দরখাস্ত করে তাদের সংস্থা বা কোম্পানির নাম নথিভুক্ত করতে হবে।

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের কল্যাণ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়

ক্যান্টিন - যেখানে কোন ঠিকাদারের অধীনে প্রায় একশ' বা তার বেশি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক কাজ করেন, সেখানে এই আইন বলে অবশ্যই একটি এবং লোক সংখ্যার বিচারে একের বেশি ক্যান্টিন থাকবে।

- এক্ষেত্রে স্পষ্ট করে বলা থাকবে কোন্ তারিখ থেকে ক্যান্টিন চালু হবে।
- ক্যান্টিনের সংখ্যা স্পষ্ট করে বলা থাকবে এবং প্রতিটি ক্যান্টিন পরিচ্ছন্ন হতে হবে। তাতে সকলের বসার ব্যবস্থা, আসবাব, স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জল ও খাবার ব্যবস্থা থাকবে।
- যে সব খাবার ব্যবস্থা সেখানে থাকবে, তার দামের তালিকাও টাঙিয়ে দেওয়া থাকবে।

বিশ্রামাগার

- যেখানে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের কাজের জন্য রাতে থাকতে হয় সেখানে শ্রমিকদের থাকার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিক সংখ্যার ওপর নির্ভর করে বিশ্রামাগারের সংখ্যা নির্দিষ্ট করতে হবে। বিশ্রামাগারগুলিত যেন অবশ্যই আলো থাকে, যথেষ্ট হাওয়া-বাতাস আসে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় এবং অবশ্যই মানুষের বসবাসের উপযোগী হয়।

বিশ্রামের জন্য কাজের ক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকদের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্যান্য সুযোগ - সুবিধা

- যে সব ঠিকাদার তাদের অধীনে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক রেখে কাজ করান সেইসব ঠিকাদারদের তাদের শ্রমিকদের সুবিধার জন্য এই আইনের অধীনে অবশ্যই কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে।

ক) পরিস্রুত পানীয় জলের যথেষ্ট সরবরাহের ব্যবস্থা শ্রমিকদের জন্য করতে হবে। এবং এই ব্যবস্থা শ্রমিকদের সহজ নাগালের মধ্যে করতে হবে।

খ) এই আইনের অধীনে যে ভাবে বলা আছে সেইভাবে যথেষ্ট সংখ্যক শৌচাগারের ব্যবস্থা শ্রমিকদের জন্য করতে হবে। দেখতে হবে সেগুলি যেন পরিষ্কার থাকে, শ্রমিকদের সহজ নাগালের মধ্যে থাকে এবং ব্যবহারের উপযোগী হয়। প্রতি পঁচিশ জন চুক্তিবদ্ধ মহিলা শ্রমিকদের জন্য একটি করে শৌচাগার অবশ্যই থাকবে।

গ) এছাড়াও, ধোয়াধুয়ির জন্য সুবিধা থাকতে হবে। মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা

- যে সব ঠিকাদার নিজেদের অধীনে চুক্তবদ্ধ শ্রমিক রেখে কাজ করান, তাঁদের কার্যক্ষেত্রে অবশ্যই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং দেখতে হবে যাতে শ্রমিকরা এর সুবিধা পান।

কয়েকটি ক্ষেত্রে মুখ্যনিয়োজকের দায়িত্ব

- এই আইন অনুযায়ী যে সব সুযোগ-সুবিধার কথা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের জন্য বলা হয়েছে, কোন সংস্থার ঠিকাদার যদি এই সুযোগ-সুবিধাগুলি কাজের সময় শ্রমিকদের না দেন তাহলে শ্রমিকদের এই সুবিধাগুলি দেওয়ার দায়িত্ব বর্তাবে সংস্থার মুখ্য নিয়োজকের ওপরে।
- এই সুযোগ-সুবিধাগুলি যদি মালিক বা মালিক পক্ষ শ্রমিকদের দেন তাহলে ঠিকাদারদের কাছ থেকে মালিক বা মালিক পক্ষ এই খাতে খরচ করা টাকা আদায় করে নেবেন।

বেতন দেওয়ার দায়িত্ব

- প্রতি ঠিকাদারের দায়িত্ব তার অধীনে কাজ করে এমন প্রতিটি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিককে বেতন দেওয়ার এবং এই টাকা চুক্তির সময়সীমার মধ্যে অবশ্যই দিতে হবে।
- মুখ্য বা প্রধান নিয়োজকের তরফ থেকে একজন প্রতিনিধি বেতন দেওয়ার দিন অবশ্যই বেতন দেওয়ার জায়গায় উপস্থিত থাকবেন। এই প্রতিনিধি দেখবেন ঠিকাদার প্রতিটি শ্রমিককে ঠিকমতো বেতন দিচ্ছেন কিনা এবং সব শেষে তিনি এই পুরো পদ্ধতিটিকে লিখিত ভাবে অনুমোদন করবেন।
- ঠিকাদারেরও দায়িত্ব যে তিনি অবশ্যই মুখ্যনিয়োজকের প্রতিনিধির উপস্থিতিতেই শ্রমিকদের বেতন দেবেন।
- যদি কোন ঠিকাদার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার অধীনে কাজ করা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন দিতে না পারেন বা পুরো বেতন দিতে না পারেন তাহলে এই বেতন সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব এসে বর্তাবে মুখ্যনিয়োজকের ওপর। এক্ষেত্রে তিনি বা তারা পরে ঐ ঠিকাদারের কাছ থেকে এই খরচ আদায় করে নেবেন।

ক্রেশ

যে সব কাজের জায়গায় কুড়িজন বা তার বেশি সংখ্যক চুক্তিবদ্ধ মহিলা শ্রমিক কাজ করেন, সে সব জায়গায় পঞ্চাশ মিটারের মধ্যে এবং মায়েদের সহজ নাগালের মধ্যে ৬ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের জন্য অবশ্যই ক্রেশের সুবিধা রাখতে হবে। সেই জায়গায় শিশুদের ক্ষতি করতে পারে এমন বিষাক্ত ধোঁওয়া, দুর্গন্ধ, বিকট শব্দ যেন না থাকে। ক্রেশের বাড়িতে রোদ, বৃষ্টি যেন আটকায়। এছাড়া ঐ বাড়িতে যথেষ্ট আলোবাতাস, পরিচ্ছন্ন আলাদা কলঘর ও শৌচাগার/পানীয় জল, যথেষ্ট জায়গা ও ঘেরা খেলার মাঠ থাকবে। ২ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের জন্য দুধ এবং অন্যান্য বাচ্চাদের জন্য অন্যান্য খাবারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর মায়েরা যাতে শিশুদের খাইয়ে আসতে পারেন তার ব্যবস্থা থাকবে। শিশুদের খেলার জন্য দোলনা, খেলনা এবং শোওয়ার জন্য উপযুক্ত বিছানা থাকবে। প্রতি ক্রেশের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা ধাত্রী এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আয়া থাকবে। ক্রেশের শিশু ও কর্মীদের জন্য উপযুক্ত ইউনিফর্ম থাকবে। চুক্তিবদ্ধ মহিলা শ্রমিকদের কাজের সময়সীমা অনুযায়ী ক্রেশ খোলা থাকবে। ক্রেশে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে এবং ভর্তি হওয়ার আগে একবার ও প্রতি মাসে একবার ডাক্তারি পরীক্ষা ও ওজন নেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

শাস্তি

যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এই আইনের কোন ধারা লঙ্ঘন করেন তাহলে তাঁর বা তাঁদের তিনমাসের কারাদন্ড অথবা একহাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি হতে পারে।

জেনে রাখা দরকার

এই আইনের অধীনে যদি কোন ঠিকাদার অথবা মুখ্যনিয়োজক উপরিউক্ত বিষয়গুলি মেনে না চলেন তাহলে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা প্রথমে সরকারী গেজেটে নথিভুক্ত ইন্সপেক্টরের কাছে অভিযোগ জানাবেন অথবা সরাসরি ঐ কাজের এলাকাভুক্ত থানায় এফ. আই. আর. করতে পারেন।